সংবাদ

তারিখ 30 MAY 2009
পৃষ্ঠা ... ৬ ...

জিপিএ-৫ পেয়েও কাঙ্ক্ষিত কলেজগুলোতে ভর্তি না হতে পারলে শিক্ষা খাতে হতাশা বাড়বে

স্মরণকালের মধ্যে সব চাইতে ভাল ফলাফল করায় এবারের এসএসসি পরীক্ষার্থীদের অভিনন্দন জানাই। জিপিএ-৫ পেয়েছে অর্ধলাখেরও বেশি ছাত্রছাত্রী। যদিও পাসের হার কমেছে এবং ইংরেজি ও গণিতে ফলাফলের মানটা তুলনামূলকভাবে খারাপ। ইংরেজি ও গণিতে খারাপ করাটাকে আমরা ভাল মনে করছি না। আমাদের ছাত্রছাত্রীদের ইংরেজি ও গণিতে ভাল করতেই হবে ভবিষ্যৎ দিনগুলোতে। এতদসত্ত্বেও আমরা আনন্দিত এই ফলাফলে। একই সময়ে আমরা উদ্বিগ্নও। কারণ এতগুলো ভাল ছাত্রছাত্রী ভর্তি হতে পারবে না ভাল কলেজগুলোতে। এই সমস্যাটি কোন নতুন সমস্যা নয়। সরকার আসে সরকার যায়। কিন্তু পুরনো এই সমস্যা নিয়ে সরকারগুলো সমাধানের অনেক আপ্তবাক্য বললেও বাস্তবে কাজ কিছুই হয় না। অসংখ্য ভাল ছাত্রছাত্রী মানসম্মত কলেজগুলোতে সাহিদামাফিক ভর্তি হতে না পেরে হতাশায় ভোগে। এতে করে তাদের ভবিষ্যৎ শিক্ষাগত উদ্যমেও নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

এই সরকার শিক্ষার ওপরও জোর দিয়েছে কাগজে-কলমে ও নির্বাচনী ইশতেহারে। আমরা বাস্তবেও এই প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন দেখতে চাই। কারণ ১০ শিক্ষা বোর্ডে জিপিএ-৫ পাওয়া ৬২ হাজার ৩০৭ জন ছাত্রছাত্রীর তিন ভাগের দু'ভাগেরও বেশি ভর্তি হতে পারবে না ভাল কলেজগুলোতে। ভাল কলেজগুলোতে আসন সংখ্যা ২০ হাজার। এর মধ্যে কেবল রাজধানী ঢাকাতেই আসনের সংখ্যা ১৫ হাজার। বাকি ৫ হাজার সারাদেশে। বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরোর সূত্র মতে শুধু ঢাকা বোর্ডের জিপিএ-৫ পাওয়া ছেলেমেয়ের সংখ্যা ১৯ হাজার ৮৬ জন। তার মানে ঢাকার ভাল কলেজগুলোই ঢাকা বোর্ডের জিপিএ-৫ পাওয়া ছাত্রছাত্রীদেরই ভর্তির সুযোগ দিতে পারবে না। এটা একটা হতাশাজনক ও দুর্ভাগ্যজনক চিত্র। আমাদের এই চিত্রটিকে মুছে ফেলতেই হবে। তা না হলে শিক্ষার উন্নতির জন্য সরকারের প্রতিশ্রুতি কাগজে-কলমেই থেকে যাবে। এই যে একঝাঁক উজ্জ্বল উদ্যমী ভাল ছাত্রছাত্রী এরাই যদি ভাল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে পড়তে না পারে, তাহলে নতুন বাংলাদেশ কারা গড়বে? শুধু ভাল শিক্ষার্থী হলেই চলবে না। একই সঙ্গে ভাল কলেজ ও ভাল শিক্ষকের সংখ্যাও বাড়াতে হবে সরকারকে। উপস্থিত ক্ষেত্রে বিদ্যমান কলেজগুলোকেই উন্নত করতে হবে। সব কলেজই যেন মানের দিক থেকে কাছাকাছি পর্যায়ে আসতে পারে সরকারকে অতি দ্রুত সেই ব্যবস্থা করতে হবে। এর ওপর নির্ভর করছে শিক্ষার ভবিষ্যৎ। এই মুহূর্ত থেকেই সরকারকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মানোন্নয়নের কাজ শুরু কতে হবে। শুধু শহরগুলোতে ভাল ভাল কলেজ গড়লেই চলবে না। গ্রাম ও জেলা- উপজেলার মধ্যেও ভাল কলেজ গড়ার জন্য এখন থেকেই সুপরিকল্পিত উদ্যোগ গ্রহণ করা দরকার।

আমরা সরকারকে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় ১০ শিক্ষা বোর্ডে জিপিএ-৫ পাওয়া ৬২ হাজার ৩০৭ ছাত্রছাত্রীকেই ভাল কলেজগুলোতে এ বছরই ভর্তি করানোর সুযোগ করে দিতে অনুরোধ করব। এই উদ্যোগ সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত না হয়ে যদি আংশিকও পূর্ণ হয়- তাতেও লাভ। রাজধানীসহ সারাদেশে 'এ' ক্যাটাগরির ৪৫০টি কলেজে আসন সংখ্যা বাড়িয়ে এবং সেই সঙ্গে অন্যান্য 'লজিস্টিক সাপোর্ট' যুক্ত করে একটা চেষ্টা শিক্ষা মন্ত্রণালয় তথা সরকার গ্রহণ করে দেখতে দোষ নেই। ১০০% টার্গেট নিয়ে নেমে যদি ৮০% বাস্তবায়ন করা যায় তাহলে সেটা আমাদের লাভের খাতাকেই সমৃদ্ধ করবে। শিক্ষা খাতে সরকারের উদ্যোগকে পাকাপোক্ত করতেই হবে।